## ১.১ পরিবেশের সংজ্ঞা (Definition of Environment)

❑ পরিবেশ কাকে বলে?

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরকার হয়, তাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ তৈরি হতে দরকার লাগে জল, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ।

বিজ্ঞানীরা পরিবেশের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের বলার ধরন আলাদা হলেও মূল কথাটির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নিচে পরিবেশের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হল।

(১) ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (১৯৭৬)-এ দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে **"পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমন্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায় যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে"।**

(২) পরিবেশ বিজ্ঞানী বট্‌কিন্ এবং কেলার, ১৯৯৫ সালে তাঁদের "এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স" নামক গ্রন্থে বলেছেন যে **"জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।"**

*[জৈব কারণ, যেমন— কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট; অজৈব কারণ, যেমন— মাটি, বাতাস, সূর্যালোক।]*

(৩) আর্মস্, ১৯৯৪ সালে তাঁর "এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স" নামক গ্রন্থে পরিবেশের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, **"জীব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে"।**

পরিবেশ পাঠের প্রয়োজনীয়তা হল ঃ

(১) পৃথিবীর পরিবেশ কিভাবে তৈরি হয়েছে, তার উপাদান কি, এবং ঐ উপাদানগুলি কিভাবেই বা নিজেদের মধ্যে কাজ করে সে সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

(২) এ পৃথিবীকে কেন জীবজগতের একমাত্র বাসভূমি বলা হয় সে ব্যাপারে জানা যায়।

(৩) পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে ধীরে ধীরে কিভাবে জীবজগতের উদ্ভব হয়েছে, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তৈরি হয়।

(৪) পরিবেশ পাঠের মধ্য দিয়ে বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মায়। বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টির যোগান, শক্তির প্রবাহ এবং পুষ্টির যোগান অনুসারে প্রজাতির সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বুঝতে পারা যায়।

(৫) সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ কিভাবে পরিবেশের উপাদানগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজের আর্থসামাজিক উন্নতি করেছে, সে সম্বন্ধেও অবগত হওয়া যায়।

(৬) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের জন্য খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সুরক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশের বিষয়ে জানা যায়।

(৭) পরিবেশ সম্বন্ধে পাঠ নিলে পরিবেশের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রগতির হার সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে সম্বন্ধেও ধারণা জন্মায়।

(৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি কেন সৃষ্টি হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি কী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের কত ক্ষতি করে, তা বুঝতে পারা যায়।

(৯) মানুষ নিজে পরিবেশের কতটা ক্ষতি করে, সেই আত্ম-সমীক্ষার জন্যও পরিবেশ বিষয়ে পাঠ নেওয়া দরকার। বিভিন্ন রকমের দূষণ, যেমন— বায়ুদূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদির মাত্রা কতটা, তা পরিবেশ বিদ্যা থেকেই জানা যায়।

(১০) পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য এবং যে মানুষ পরিবেশের ক্ষতি করে, সেই মানুষকে তার অপরাধের জন্য কি শাস্তি দেওয়া যায়, সেই আইনগত ব্যবস্থাগুলি জানার জন্য পরিবেশ বিজ্ঞান জানতে হয়।

(১১) জনস্বাস্থ্যের মান কেমন, কোন্ কোন্ কারণের জন্য জনস্বাস্থ্যের মান হ্রাস পায়, ও জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করার জন্য কি কি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করা যায়, সেগুলি জানার জন্য পরিবেশ পাঠের প্রয়োজন আছে।

(১২) এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে যে জনসচেতনতার প্রয়োজন, সেই সার্বিক চেতনা তৈরি করার ব্যাপারে পরিবেশ পাঠের কোন বিকল্প নেই।

❑ **স্থিতিশীল বা সহনশীল বা স্থায়ী উন্নয়ন কাকে বলে?**

স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সহনশীল উন্নয়ন কথাটির অর্থ হল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক দীর্ঘমেয়াদি, সামগ্রিক মানব উন্নয়ন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বুভুক্ষা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সহনশীল উন্নয়নকে ইংরাজিতে **সাসটেনেবল্ ডেভেলপমেন্ট** (sustainable development) বলে। অর্থাৎ যে **উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করেও দেশ ও দশের মঙ্গল করা যায়, তাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে।**

◆ **স্থিতিশীল বা সহনশীল বা স্থায়ী উন্নয়নের সংজ্ঞা ঃ** অর্থনীতি, সমাজ বিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যেমন—

(১) **বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশন বা ব্রুন্টলান্ড কমিশন (Bruntland Commission)**-এর দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে — ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টায় কোন বাধা সৃষ্টি না করে, বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলে। অর্থাৎ যে উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভান্ডারকে অটুট রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটায়, তাই হল স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়ন। [Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.]

(২) **রবার্ট রিপিটো** তাঁর Global Possible গ্রন্থে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই জাতীয় উন্নয়ন পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা বৈদেশিক ঋণের বোঝা থেকে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মুক্ত করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধি করে, এবং পরিবেশের অবনতি ও সম্পদ হ্রাস রোধ করে।

(৩) **আর্নেস্ট সিমোনিস ইউদো**-এর মতে স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে সেই উন্নয়ন প্রকল্পকে বোঝায় যার মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের গুণমান ও কার্যকারিতা বজায় রেখেও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুধুমাত্র মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধিকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে না, অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে সামাজিক মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির উন্নয়নকেও বোঝায়।

❑ **স্থিতিশীল উন্নয়নের পরিবেশগত গুরুত্ব কি?**

পরিবেশবিদ্, বৈজ্ঞানিক, ও অর্থনীতিবিদ্দের মতে স্থিতিশীল বা সহনশীল উন্নয়ন ব্যবস্থা হল আধুনিক মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার চাবিকাঠি।

১৯৮৭ সালে ওয়ার্লড্ কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (wced), তাঁদের "আওয়ার কমন ফিউচার" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলেছেন যে, স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেগুলি হল—

(১) পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখা,

(২) পরিবেশের গুণগত মানকে সুরক্ষিত রেখে মানুষের জীবনযাত্রার স্থায়ী উন্নয়ন করা।

এই দুটি উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দরকার। যেমন— (১) গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষ যেন একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বেঁচে থাকতে পারে, (২) সম্পদকে যেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করা হয়। (৩) পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে যেন উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। (৪) দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (৫) জনসংখ্যা যেন উন্নয়নের পথে বাধা না হয়। (৬) সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা যেন সুনিশ্চিত হয়।

## ৮.৬ পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements)

**❑ পরিবেশ আন্দোলন কাকে বলে?**

পরিবেশের সমস্যাগুলি সমাধান করা, পরিবেশ সংরক্ষণ করা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা ও পরিবেশের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন করা হয়, তাকে পরিবেশ আন্দোলন বলে। যেমন— চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ইত্যাদি।

**❑ ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের ব্যাপারে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?**

পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কাজকর্ম শুরু করেছে।

পরিবেশ আন্দোলনের মূল কথা হল পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ পরিবেশের উপাদানগুলির সাথে ইতিবাচক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগী হবে। যে সমস্ত নীতি বা কর্মসূচী রূপায়ণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হবে, আন্দোলন শুরু হবে এবং ওই কর্মসূচী ব্যর্থ করার জন্য যারা সচেষ্ট হবে, তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে। যেমন— চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন, গ্রীন পিস (Green Peace) আন্দোলন ইত্যাদি।

◆ **চিপকো আন্দোলন ঃ** ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর প্রদেশের গাড়ওয়াল জেলার মণ্ডল গ্রামে গাছ কাটার বিরুদ্ধে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে ওঠে। এটি চিপকো আন্দোলন নামে পরিচিত। চিপকো কথাটির অর্থ জড়িয়ে ধরা বা চেপে ধরা। ঠিকাদাররা গাছ কাটতে এলে গ্রামবাসী মহিলারা গাছ জড়িয়ে ধরতো। এর ফলে ঠিকাদাররা গাছ কাটতে পারতো না।

হিমালয়ের পাহাড়ী এলাকা থেকে গাছ কেটে নেওয়ার ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। কিন্তু অত্যধিক গাছ কাটার ফলে পাহাড়ী লোকজনের মধ্যে অসন্তোষ জমতে থাকে। কারণ তারা তাদের প্রয়োজনীয় জ্বালানী গাছ কাটার ফলে পাচ্ছিল না। এ ছাড়া, ভূমিক্ষয় বাড়তে থাকার ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছিল।

চিপকো আন্দোলনের সুফল হল যে, হিমালয়ে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বড়ো গাছ কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চিপকো আন্দোলনের ফলে ভারতের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া এলাকার লোকজনও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। গান্ধীবাদী নেতা শ্রী সুন্দরলাল বহুগুণা এবং শ্রী চণ্ডী প্রসাদ ভাট্ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শ্রী ভাট্ পরিবেশ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দশেলি গ্রাম স্বরাজ মণ্ডল নামে একটি সমবায় সংস্থা গড়ে তুলেছেন।

◆ **নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ঃ** গুজরাট এবং মধপ্রদেশের যৌথ উদ্যোগে নর্মদা প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বড় বাঁধ, ১৩৫টি মাঝারি বাঁধ এবং ৩০০০টি ছোট বাঁধ নর্মদা ও তার উপনদীগুলির উপর নির্মাণ করার পরিকল্পনা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে খরাপ্রবণ অনাবাদী জমিগুলিকে চাষের আওতায় আনা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণ করা।

নর্মদা প্রকল্পের এই ইতিবাচক দিকগুলির সুফল পরিবেশবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, নর্মদা প্রকল্প রূপায়িত হলে ৯২টি গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন হবে। ২৯৪টি গ্রাম আংশিক জলমগ্ন হবে। প্রায় ৩ লক্ষের মতো মানুষ কর্মহারা ও বাস্তুচ্যুত হবে। ৫৪ হাজার হেক্টরের মতো জমির উপর বনভূমির আচ্ছাদন বিনষ্ট হবে। ফলে এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে যে প্রকল্প রূপায়ণের কথা সংশ্লিষ্ট দুটি রাজ্য সরকার বলছেন তার পরিবেশগত কুফল সুফলের চেয়ে বেশি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। শ্রীমতি মেধা পটেকর আলোচ্য নর্মদা প্রকল্প রূপায়ণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন তা **"নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন"** নামে খ্যাত। ইদানীং এই আন্দোলনের সাথে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব জড়িত আছেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন লেখিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়।

## ১২.২ জাতীয় ও রাজ্যস্তরে পরিবেশ নীতি (National and State Level Environmental Policies)

❑ **আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে পরিবেশ নীতি সংক্রান্ত কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?**

স্টকহোম অধিবেশন, ভিয়েনা কনভেনশন, রিও সম্মেলন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশের ব্যাপারে মত বিনিময়ের বিরাট পদক্ষেপগুলি নেওয়ার ফলে ভারতে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন আইনগত ও নীতিগত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠন করা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনগুলি প্রণয়ন করা, গ্রীন বেঞ্চ গঠন করা, জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা, জাতীয় বননীতি প্রস্তুত করা, এমন কি,

পরিবেশ-চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনগুলি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে গৃহীত পরিবেশনীতিগুলি রূপায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

## ১২.৩ পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা (Environmental Institutions)

❑ **আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে কোন্ কোন্ সংস্থা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে?**

পরিবেশ সুরক্ষার কাজে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে চলেছে। যেমন—

◆ **আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন সংস্থা (International Institutions) ঃ**

(১) **কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেনজারড্ স্পিসিস্ (CITES) ঃ** এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক স্তরে বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। পৃথিবীর যে কোনও দেশ উক্ত সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে। ভারত এই সংস্থার অন্যতম সদস্য। ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

(২) **আর্থস্ক্যান (Earthscan) ঃ** রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ প্রকল্প বা ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) ১৯৭৬ সালে এই সংস্থাটি গঠন করে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই ব্যাপারে আর্থস্ক্যান সংস্থার উদ্যোগে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে পরিবেশ বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

(৩) **এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেক্শন এজেন্সি (EPA) ঃ** ১৯৭০ সালে মার্কিন সরকার জল, বায়ু, তেজস্ক্রিয় বিকীরণ, কঠিন বর্জ্য, কীটনাশক ও শব্দদূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষার জন্য এই সংস্থাটি গড়ে তোলেন। সংস্থাটির পুরো নাম দ্য ইউনাইটেড স্টেট্স এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (USEPA)। প্রতিষ্ঠা দিবস ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭০। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন (Richard Nixon)-এর প্রশাসনিক আদেশ বলে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির মুখ্য কার্যালয় ওয়াশিংটন শহরে অবস্থিত। এ ছাড়া সংস্থাটির দশটি আঞ্চলিক অফিস এবং একাধিক গবেষণাগার আছে।

(৪) **আর্থ ওয়াচ প্রোগ্রাম (Earth Watch Programme) ঃ** ১৯৭২ সালে স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে মানব পরিবেশ সংক্রান্ত যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে গৃহীত নীতি অনুসারে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। UNEP বা ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম এই প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যাপারে আর্থ ওয়াচ প্রোগ্রামের একাধিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

(৫) **ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (EEC) ঃ** ইউরোপের বারোটি দেশ সম্মিলিত ভাবে এই গোষ্ঠীটি গড়ে তুলেছে। সদস্য দেশগুলির মধ্যে কৃষি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির আদান-প্রদান, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে EEC কাজ করে। ভারতে EEC-র সহায়তায় বাতাসের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) **ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার এণ্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস (IUCN) ঃ** ১৯৪৮ সালে এই স্ব-শাসিত সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়। এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুইজারল্যাণ্ডের মর্গেস শহরে অবস্থিত। আলোচ্য সংস্থাটি WWF এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে একযোগে কাজ করে।

(৭) **ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক ইউনিয়নস্ (ICSU) ঃ** আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে এই বেসরকারী সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে এই সংস্থাটির মুখ্য কার্যালয় অবস্থিত।

ইনসটিটিউট অব হিমালয়ান এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, আলমোড়া; (চ) সেন্ট্রাল সয়েল স্যালিনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কারনাল; (ছ) রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদসমূহ (SPCB); (জ) ফরেস্ট রিসার্চ ইনসটিটিউট, দেরাদুন; (ঞ) ইনসটিটিউট অব এরিড জোন ফরেস্ট্রি রিসার্চ, যোধপুর; (ট) ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ভূপাল; (ঠ) সেলিম আলি সেন্টার ফর অরনিথোলজি অ্যান্ড ন্যাচরাল হিস্ট্রি, কোয়েমবাত্তুর; (ন) সেন্টার ফর ইকলজিক্যাল সায়েন্স, বেঙ্গালুরু ইত্যাদি।

## ১২.৪ গ্রীন বেঞ্চ (Green Bench)

**❑ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রীন বেঞ্চ-এর গুরুত্ব কোথায়?**

সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টে পরিবেশ সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য ১৯৮৬ সালে একটি নতুন বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। এর নাম গ্রীন বেঞ্চ।

দেশের আইন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বিভিন্ন ধরনের দূষণ রোধ করার জন্য যে আইন তৈরি করেছেন, সেই পরিবেশ আইনগুলিকে ঠিকমত প্রয়োগ করে পরিবেশ রক্ষা করার ব্যাপারে গ্রীন বেঞ্চের গুরুত্ব অপরিসীম। হল্যাণ্ড, জার্মানী এবং পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে পরিবেশ আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য এবং পরিবেশ বিনষ্টকারী ব্যক্তি ও সংস্থাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইরকম বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বস্তুত জলদূষণ, বায়ুদূষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ধোঁয়া সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশগত অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য যে আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে তার সাপেক্ষে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করার ক্ষমতা গ্রীন বেঞ্চের আছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ইতিমধ্যে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের গ্রীন বেঞ্চ পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃত কর্ণধারের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।